

আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলা

শাস্ত্রীয়. আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলা অর্থাৎ নতি-অনতি বচার সহকারে বৈদিক অনুশাসন আমাদেরকে আমাদের জন্ম-জন্মান্তর এর ভ্রম ও অজ্ঞতা দূর করতে এবং ভিতর থেকে দবেত্ব আবিষ্কার করতে সক্ষম করে ঐশ্বরিক চেতনায় প্রতিষ্ঠিত করতে এবং সর্বোচ্চ লক্ষ্য অর্জনের জন্য যথেষ্ট।

বৈদিক অনুশাসন এবং ক্রিয়াযোগ অধ্যবসায়ের মাধ্যমে একজন অবশেষে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার ক্রমের সাথে সংযুক্ত হবে। এই অবস্থায়, যখন একজন জনিসিরে সারমর্ম অর্জন করে, "মহাবিশ্ব জয়ী হয়।" সন্তুষ্ট, শক্তি, প্রজ্ঞা এবং সমস্ত কিছুকে সমর্থন করার ক্ষমতা বিশ্বজয়ী ব্যক্তির স্পষ্ট গুণ। এই গুণাবলী এবং আরও অনেকে কিছু একজন মানুষের প্রকৃতিতে পাওয়া যায়, যিনি পৃথিবীতে বাস করেই মনের সমতা লাভ করেছেন। বাস্তবতার চরিত্র একত্ব মনের সমান্তর স্থিতিশীল অবস্থা বিশুদ্ধ চেতনা বা সর্বব্যাপী সত্যের ক্ষেত্রে অন্তর্গত। এটি জীবন-শক্তির উৎস, শাস্ত্রের জ্ঞানের আধার, প্রকৃতির সমস্ত শক্তির উৎস এবং বিশ্বের সমস্ত সাফল্যের উৎস। যখন আপনি আপনার হৃদয়ে অভ্যন্তরীণ প্রকোষ্ঠে বসবাসকারী এক পরম আত্মার সাথে আপনার একত্ব উপলব্ধি করেন। যখন আপনি সত্যিকার অর্থে সেইটিতে প্রতিষ্ঠিত হন, যা শান্তি ও আনন্দের সাগর, তখন আপনি আর দুঃখ, কষ্ট বা ব্যর্থতার প্রবল আঘাত বা অন্যরে অসংলগ্ন এবং অসম্মত কম্পনের দ্বারাও আর কঁপে উঠবেন না। স্বার্থের বা চাহিদার ভালোবাসা কোনো প্রকৃত ভালোবাসা নয়! সত্যিকারের ভালোবাসার প্রথম লক্ষণ হল যখন ভালোবাসা কিছুই চায় না এবং যখন এটি সবকিছু দেয়।

ভালোবাসা শুরু হয়, দ্বৈত থেকে এবং শেষ হয়, ঐক্যে।

“অন্তহীনরে বাঁশি এর ধ্বনি হল প্রমে। প্রমে যখন সমস্ত সীমানা ত্যাগ করে তখন তা সত্যে পৌঁছে যায়।” অনাহত ধ্বনি বা “কৃষ্ণের বাঁশি” দ্বারা আকৃষ্ট যোগীর মন অবশ্যই সমাধির অতি-চৈতন্য অবস্থা লাভ করবে। যমের মধুর স্বাদ গ্রহণকারী মটামাছটিকিবেল ফুলের গন্ধে আকৃষ্ট হয় না, এই জাতীয় যোগীর মন আর পুরানো বাসনের বা আচরণগত প্রবণতাগুলিতে আগ্রহী হবে না। ওম-প্রণবের শব্দ কম্পনে তার মন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যায় এবং বাহ্যিক ইন্দ্রিয়-জগতকে ভুলে যায়। শুধু শুনতে পাতার মতো করে পড়তে শক্তি থাকে। তাই ভগবান কৃষ্ণের বাঁশি হল প্রণবের প্রতীক। ধ্যানের সময়, যখন আমাদের মন খুব স্থির হয়ে যায়, তখন আমরা এই সুন্দর ধ্বনিকম্পনের মাধ্যমে আমাদের সচেতনতা শূন্যে পৌঁছে এবং সুরক্ষিত করতে পারি। এটি এই বাঁশির মতো। প্রণবের ধ্বনিকম্পন যা গোপীদেরকে যমুনার তীরে তাদের প্রিয় ভগবান কৃষ্ণের সাথে দেখা করার জন্য আকৃষ্ট করেছিল। ঐশ্বরিক অভ্যন্তরীণ ধ্বনির ঐশ্বরিক সুর মোহনীয় এবং বিস্ময়কর শক্তির যোগ্য। যখন এই সুন্দর ঐশ্বরিক সুর প্রবশে করে হৃদয়ের মূল এটিভিক্তরে হৃদয়কে বিশুদ্ধ প্রমেরে

আনন্দে নাচতে পারে। এই বিশুদ্ধ শব্দ কম্পন হৃদয়কে প্রফুল্ল আনন্দে রোমাঞ্চিত করে এবং দীর্ঘস্থায়ী আনন্দে উদ্ভব করে। ঐশ্বরিক অভ্যন্তরীণ ধ্বনির মাধুর্য ঈশ্বর-নশো উৎপন্ন করে। প্রণবরে মাধুর্য গোপীদরে আত্মাকে আলোড়িত করছে, তারা ঐশ্বরিক সঙ্গীতে নিজদের হারিয়েছে। পৃথিবী তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই অভ্যন্তরীণ ধ্বনিত লীন হয়ে গেলে এটি উদ্ভূত পাখি, বচিরণকারী গুরু, বচিরণ প্রিয়, ভক্তের উচ্চ চটম্বকীয়, কম্পন গতিতে নিয়ে আসবে। এই ঐশ্বরিক ধ্বনিত লীন হয়ে গেলে প্রকৃতি নিজের নীরব হয়ে যায়, যেন এই ঐশ্বরিক সঙ্গীত শুনছে। যখন ভক্ত এই ঐশ্বরিক সুরে লীন হয়ে যায়, তখন তাৎক্ষণিক বায়ুমণ্ডল ঐশ্বরিক কম্পন এবং মহাজাগতিক শক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। যখন কণ্ঠে ভগবানকে ভিতরে শান্তি হিসাবে জানবো, তখন আপনি তাকে উপলব্ধি করবেন যে সমস্ত কিছু বাইরে সর্বজনীন সামঞ্জস্যের মধ্যে বিদ্যমান শান্তি রহস্যময়। এই শান্তি ভিতরে! বিস্ময়কর এই সুখ! এই সুখ শান্তি উপলব্ধি! এই সুখের সাগরে ভাসুন এবং আপনার নিজের শান্তিময়, স্থিতিশীল, আনন্দ করুন।”

ধর্মহীন ব্যাক্তি যাই কর্ম বা গুরুসবো বা সাধনা করুক না কেন তার কোনো কর্ম বা গুরুসবো বা সাধনা মোক্ষদায়ী কোনো কারণেই হয় না।

কারণ প্রকৃত ধর্ম আচরণই - একমাত্র গুরুসবোর প্রকৃত যোগ্যতা বা সবোর প্রকৃত অধিকারী করে এবং সাধনা-সমাধী-মোক্ষ এর মূল ভূমি তৈরি করে

.শাস্ত্রানুসারে ধর্মআচরণ --> যম (অহিংসা + সত্য + অস্ত্যে + ব্রহ্মচর্য + অপরগ্রহ) + ন্যায় (শৌচ + সন্তোষ + স্বাধ্যায় + তপস্যা + ঈশ্বরপ্রাধিকার) + গুরুসবো + গুরু আদেশে পালন + মা-বাবা সবো + সামাজিক-সাংসারিক প্রতিটি দায়িত্ব সং পথে থেকে পূর্ণ বিবেকের সঙ্গে প্রতীপালন + দশভক্তি + জীব-মানব কল্যাণ চিন্তা ও কর্ম এবং চরিত্রআচরণ। এই সমস্ত আচরণগুলো পূর্ণ রূপে (নিজের মনো মতন যে কোনো একটা - দুটো পালন করলে নয়) পালন করলে তবেই তাকে ধর্ম আচরণ বলে ।